Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Special Issue, June 2023, Page No.01-05
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

রবীন্দ্র- গল্পে নর-নারী সম্পর্ক: প্রসঙ্গ 'নষ্টনীড়'

ড. বন্দনা সিনহা মহাপাত্র
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, পাঁচমুড়া, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

One of the hallmarks of the modern era is individualism, the multidimensionality of the relationship between men and women can be very clearly understood in the social life reflected in the literature of the modern era. It can be seen that the bonds and reforms of the relationship between men and women, which were so far bound by the family and social environment, are gradually loosening or relaxing and depending on the nuances of personal feelings. That is, marriage is no longer the only basis for the relationship between men and women, the activeness or caring of both men and women is the main basis of their relationship. In the present discussion, based on Rabindranath's 'Nashtnid' story, an attempt is made to determine how the lack of care in the marital relationship has made the chemistry of male-female relationship conflict-complicated.

Keywords: নিস্তরঙ্গ দাম্পত্য, উদাসীনতা, নিঃসঙ্গতা, অবরুদ্ধ হৃদয়াবেগ, অধিকারবোধ, অনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তি, অর্থহীন শূন্যতা।

সমাজ - সংস্কৃতি তথা সভ্যতার পর্বান্তর বা যুগলক্ষণ কে চিহ্নিত করা যায় যেসব মানদন্ডের নিরিখে তার মধ্যে অন্যতম হলো নারী- পুরুষ সম্পর্কের রসায়ন। প্রাচীন যুগের গোষ্ঠীবদ্ধ বা সমাজবদ্ধ জীবন চেতনা কিম্বা মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক বা পরিবার তান্ত্রিক জীবন দৃষ্টিতে নারী - পুরুষের ব্যক্তিক সম্পর্কের রসায়ন সেভাবে প্রাধান্য পায়নি। কিন্তু আধুনিক যুগের অন্যতম যুগলক্ষণ যে ব্যক্তি - স্বাতন্ত্রবাদ তার নিরিখে আধুনিক নারী পুরুষের সম্পর্কের বহুমাত্রিক রূপ ও চেতনা ব্যক্তিগত বা পারিবারিক পরিসরকে অতিক্রম করে সার্বিকভাবে সমগ্র সমাজকেই ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সম্পর্কের এই যুগগত পর্বান্তরকে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করা যায় সাহিত্যে প্রতিফলিত সামাজিক জীবনচর্যায়। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আধুনিক যুগের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব তথা প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি কর্মের মধ্যেও এই যুগলক্ষন খুব স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। বর্তমান আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের সেই রকমই এক অসামান্য সৃষ্টি 'নষ্টনীড়' অবলম্বনে নারী পুরুষের সম্পর্কের দ্বন্দ্ব- জটিল রসায়ন যেভাবে আধুনিকতার অন্যতম যুগলক্ষণ হয়ে উঠেছে তাই- ই নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে।

'নষ্টনীড়' গল্পটি ১৩০৮ বঙ্গাব্দে ভারতী পত্রিকায় বৈশাখ থেকে অঘ্রাণ সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। গল্পটির পরিচ্ছেদ সংখ্যা কুড়ি। এই আয়তনগত দীর্ঘতার জন্য কেউ কেউ 'নষ্টনীড়'কে

উপন্যাসধর্মী ছোটগল্প বলতে চান। যাইহোক, প্রকরণগত পরিচয়ের ক্ষেত্রে এটি উপন্যাস না ছোট গল্প সেই বিচারে নানা মত থাকলেও এর শিল্প- শোভা নিয়ে সকলেই যে উচ্ছ্বসিত সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আর সেই শিল্প সৌন্দর্যের প্রথম পরিচায়ক হলো এর ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণ। নীড় বা ঘরের সঙ্গে মনের যে দ্বন্দ্ব আধুনিকতার প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথ সেই দ্বন্দ্বকে জোর করে মেটাবার চেষ্টা করেননি। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন মনের সঙ্গে মনের মিলন না হলে ঘর যতই সাজানো গোছানো হোক না কেন তা অর্থহীন। আর এই অর্থহীন শূন্যতার ঘরই হল নষ্টনীড়।

গল্পের কাহিনীটি মোটামুটি এইরকম- অর্থবান ভূপতির অর্থের প্রয়োজনে কাজের দরকার না থাকলেও অর্থ থাকলেই যেহেতু সুখ্যাতির আকাঙ্ক্ষা মনে জাগে, আবার অর্থ থাকলে তোষামোদকারীদের অযাচিত প্রশংসার বন্যা যেহেতু ছুটে- তাই মূলতঃ এই দুই কারণে ভূপতি পত্রিকায় সমালোচনা লেখার কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত। এই কর্মব্যস্ততা চরমসীমায় পৌঁছায় যখন ভূপতি তার শ্যালক উমাপদর পরামর্শে নিজেই একটি পত্রিকার মালিক হয়। এহেন কর্মব্যস্ততার চাপে পড়ে স্ত্রী চারুলতার প্রতি যখন তার একান্ত ভাবে মনোযোগী হওয়া দরকার তখন উদাসীন ভূপতি চারুর নিঃসঙ্গতা মোচনের জন্য সঙ্গিনী হিসেবে উমাপদর স্ত্রী মন্দাকিনীকে নিয়ে আসার প্রস্তাব করে। আর সেই সঙ্গে নিজের পিসতুতো ভাই অমলকে অনুরোধ করে চারুর লেখাপড়ায় সাহায্য করার জন্য। স্থূলরুচিসম্পন্ন মন্দাকিনীর সঙ্গে কোনরকম সখ্যতা তৈরি না হলেও অমলের সঙ্গে সহজ বন্ধুত্ব তৈরি হতে চারুর সময় লাগেনি। অমলের নানা ছোটখাটো আবদার মেটানোর মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন কর্মহীনা চারুর সময় খুব সহজেই অতিবাহিত হতে থাকে তেমনি সেই সূত্রেই অমলের সঙ্গে তার সম্পর্কের গাঢ়ত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাগান তৈরির পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিবারের সকলকে বাদ দিয়ে তাদের দুজনের একান্ত নিজস্ব জগৎ তৈরি হয়। অর্থাভাবে সেই বাগানের বাস্তবায়ন সম্ভব না হলেও সেই পরিকল্পনাতে অর্থবান ভূপতির অন্তর্ভুক্তি অনুমোদিত হয় না। বরং এই সৃজন পরিকল্পনা পরিবর্তিত রূপ পায় সাহিত্যচর্চার অঙ্গনে। চারুর অনুপ্রেরণায় অমলের গোপন সাহিত্য সাধনা প্রকাশ্যে আসে। কিন্তু তার রচনা যখন নামকরা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তখন চারুলতা অমলের সেই খ্যাতিকে সহজ বা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারে না। যে জগত ছিল একান্ত ভাবে দুজনের তা সকলের সামনে এসে পড়ায় অমলের উপর তার একচ্ছত্র আধিপত্যের জায়গা খর্ব হয় বলে চারু মনে করে। অন্যদিকে চারু ও ভূপতির সংসারে অমলও তারই মত একজন আশ্রিত বলে মন্দাকিনী অমলকে বিশেষ গ্রাহ্য করত না এবং অমলের প্রতি চারুর বিশেষ স্নেহ বা যত্নকেও সে ভালো চোখে দেখত না। কিন্তু লেখক হিসাবে অমলের যখন খ্যাতি হল তখন আমলের প্রতি মন্দাকিনীর মনোভাব বদলে গিয়ে সে যে শুধু অমলের প্রতি বিশেষ যত্নবান হয়ে উঠল তাই নয়, তার সাহিত্যেরও অনুরাগী হওয়ার অক্ষম চেষ্টা করল। ভক্ত বা অনুরাগী পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি লেখক হিসেবে অমলের কাছেও আকাঙ্ক্ষিত। তাই মন্দার সাহচর্য বা বন্ধুত্ব তার বিসদৃশ লাগল না। কিন্তু অমলের প্রতি তীব্র অধিকার বোধের কারণে চারু কিছুতেই অমল ও মন্দার বন্ধুত্বকে সহ্য করতে পারল না। নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত না করেই সে বিবাহিতা মন্দাকিনীর এহেন আচরণকে নির্লজ্জতা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারল না। তাই অমলকে বিপথগামী হওয়ার থেকে বাঁচানোর জন্য এবং সেই সঙ্গে মন্দার তুলনায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য সাহিত্য রচনা শুরু করল। বলা বাহুল্য তার এই সাহিত্য সাধনা অমলের কাছে গোপন রইল না এবং অমল সে কথা যখন ভূপতিকে জানাতে ব্যাগ্র হলো তখন চারুলতা তাতে আপত্তি প্রকাশ করে অমলের থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করল যে তাদের দুজনের সাহিত্য সাধনার মধ্যে আর কোন তৃতীয় ব্যক্তির অনুপ্রবেশ ঘটবে না। কিন্তু অমল সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে

না। তাদের উভয়ের গোপন সাহিত্য সাধনা পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করে। শুধু তাই নয় সেই খবরও চারুকে জানতে হয় ভূপতির মাধ্যমে। তার ফলে চারু ও অমলের সম্পর্কে শুরু হয় আবার নতুন টানাপোড়েন। বাইরের ঘটনাও সেই সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। উমাপদর প্রতারণায় ভূপতির পত্রিকার ব্যবসা যখন ভরাডুবির মুখে তখন প্রতারক উমাপদ পরিবার নিয়ে নিজের ঘরে ফিরতে মনস্থ করে। আত্মীয় হওয়ার সুবাদে এত বড় বিশ্বাসঘাতকতার পরেও সোচ্চার হয়ে উমাপদর শাস্তির ব্যবস্থা করতে ভূপতির রুচিতে বাধে। তাই উমাপদর এই হঠাৎ সিদ্ধান্তে মন্দা ও অমল দুজনেই মনে করে এই সিদ্ধান্তে চারুর হাত আছে এবং এই হীনতার জন্য অমল চারুকে ক্ষমা করতে পারে না। এই প্রসঙ্গেই সে ভূপতির ব্যবসার অবস্থা জানতে পারে এবং সহধর্মিনী হয়েও চারুর সেই সম্পর্কে উদাসীনতাকে উপলব্ধি করে সে আত্ম সচেতন হয়ে ওঠে। চারুর পূর্বাপর আচরণসমূহ স্মরণ করে তার প্রতি চারুর হৃদয়ভাবটি অমলের কাছে একান্ত ভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে অনুভব করে আসন্ন সম্ভাব্য সমূহ সর্বনাশকে। তাই সেই সর্বনাশকে প্রতিহত করার একমাত্র উপায় হিসেবে সে নিজের বিয়ের প্রস্তাবে সম্মত হয়। কারণ সেই বিয়ের প্রস্তাবে সুযোগ ছিল বিলেতে যাওয়ার। এই দূরত্বই যে পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় তা অমল বুঝেছিল। তার এই সিদ্ধান্তের জন্য চারুলতা থাকে অকৃতজ্ঞ, সুযোগসন্ধানী, স্বার্থপর এক মানুষ হিসেবে ভাবার অনেক চেষ্টার পরেও বিচ্ছেদ জনিত যন্ত্রণা অমলের প্রতি তার প্রকৃত হৃদয়ভাবটিকে তার নিজের কাছেও স্পষ্ট করে তোলে। ফলে অদম্য হৃদয়াবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে সে যে যে আচরণ গুলি করেছে ভূপতির স্ত্রী হিসাবে সেগুলি ভূপতির প্রতি প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নয়। এদিকে বহির্জিবনে বৈষয়িক ক্ষেত্রে নানা ঠোক্কর খেয়ে এবং কাছের মানুষদের থেকে বিশ্বাসভঙ্গের আঘাতপ্রাপ্ত নিঃস্ব- রিক্ত ভূপতি নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয় মনে করে যখন স্ত্রীর কাছে ফিরে এসেছে তখন চারুর এই প্রবঞ্চনা সে সহ্য করতে পারেনি।সিদ্ধান্ত নিয়েছে দূর প্রবাসে চলে যাওয়ার। এই বিচ্ছিন্নতা দিয়েই চারু ও ভূপতির নীড় নষ্ট হওয়ার গল্পটি শেষ হয়েছে।

আলোচ্য গল্পে চারুলতা ও ভূপতির ঘর কিভাবে নষ্ট নীড়ে পরিণত হলো তার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় -চারু ও ভূপতির নিস্তরঙ্গ দাম্পত্য, উভয়ের বয়স জনিত ব্যবধানের কারণে মানসিক দূরত্ব, অর্থবান ভূপতিরখ্যাতি ও যশের আকাঙ্ক্ষার কারণে ব্যক্তিক সম্পর্কের প্রতি উদাসীনতা বা অমনোযোগ, ফলত চারুর নিঃসঙ্গতা ও একাকীত্ব মোচনের উপায় হিসাবে ভূপতি ও চারুর একান্ত নিজস্ব বৃত্তের মধ্যে তৃতীয় জনের অনুপ্রবেশ স্বাভাবিক কার্যকারণ অনুষঙ্গের মধ্য দিয়েই নষ্ট নীড়ের প্লট তৈরি করে। রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করেছেন এইভাবে-

> 'এইরূপে সে যতদিন কাগজ লইয়া ভোর হইয়াছিল ততদিনে তাহার বালিকা বধূ চারুলতা ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পণ করিল। খবরের কাগজের সম্পাদক এই মস্ত খবরটি ভালো করিয়া টের পাইলো না।'

অন্যদিকে –

> 'ধনী গৃহে চারুলতার কোন কর্ম ছিল না। ফলপরিণামহীন ফুলের মতো পরিপূর্ণ অনাবশ্যকতার মধ্যে পরিস্ফুটে হইয়া উঠাই তাহার চেষ্টাশুন্য দীর্ঘ দিনরাত্রির একমাত্র কাজ ছিল।'

ফলে স্বাভাবিকভাবেই-

'যে সময়ে স্বামী-স্ত্রী প্রেমোন্মেষের প্রথম অরুনালোকে পরস্পরের কাছে অপরূপ মহিমায় চিরনুতন বলিয়া প্রতিভাত হয়, দাম্পত্যের সেই স্বর্ণপ্রভামণ্ডিত প্রত্যুষকাল অচেতন অবস্থায় কখন অতীত হইয়া গেল

কেহ জানিতে পারিল না। নুতনত্বের স্বাদ না পাইয়াই উভয়ে উভয়ের কাছে পুরাতন পরিচিত অভ্যস্ত হইয়া গেল।'

এমতাবস্থায় চারু - ভূপতির সংসারে যখন অমল মন্দাকিনী, উমাপদদের মতো তৃতীয় চরিত্রেরা প্রবেশ করে তখন সম্পর্কের সমীকরণ গুলি পরিবর্তিত যে হবেই এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর সেই পরিবর্তিত সম্পর্কের সমীকরণ একাধিক বৃত্ত রচনা করে কাহিনীর জট ও জটিলতা বৃদ্ধি করে। আলোচ্য গল্পে সেই বৃত্ত গুলিকে চিহ্নিত করলে পাওয়া যায়-

১. ভূপতি - চারুর বৃত্ত
২. অমল - চারুর বৃত্ত
৩. ভূপতি- চারু -আমলের বৃত্ত
৪. চারু- অমল -মন্দাকিনীর বৃত্ত
৫. উমাপদ -মন্দাকিনীর বৃত্ত
৬. ভূপতি - উমাপদর বৃত্ত।

এই ছ'টি বৃত্তের মধ্যে তৃতীয় বৃত্ত অর্থাৎ ভূপতি - চারু - অমলের বৃত্তটি সর্বাপেক্ষা সক্রিয় তথা মূল বৃত্ত। বাকি অপ্রধান বৃত্ত বা উপবৃত্তগুলি মূল বৃত্তের পরিপূরক হয়ে নর- নারীর সম্পর্কের রসায়ন কে জটিল থেকে জটিলতর করেছে। তাই এই বৃত্ত গুলির অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা জটিলতা কে স্পষ্ট ভাবে চিহ্নিত করতে পারবো। নিঃসঙ্গ চারুর সময় কাটানোর একমাত্র অবলম্বন ছিল তার লেখাপড়া। আর সেই সুবাদেই ভূপতির পিসতুতো ভাই অমলের সঙ্গে তার সান্নিধ্য। আর তারই সূত্র ধরে তাদের সখ্যতা। আসলে নারীর যে স্নেহ- প্রেম- প্রীতি পরিপূর্ণ সেবা পরায়ণ হৃদয়টি কোনো একজনের প্রতি একান্ত ভাবে নিবেদিত হওয়ার জন্য উন্মুখ থাকে চারুর ক্ষেত্রে ভূপতির উদাসীনতার কারণে তা অপূর্ণই থেকে গিয়েছিল। অমলের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও সখ্যতা চারুর সেই হৃদয় ধর্ম প্রকাশের দ্বার টিকে উন্মোচিত করে। অবরুদ্ধ স্রোতের মুক্তি যেমন হঠাৎ প্লাবন তৈরি করে, তেমনি চারুর অবরুদ্ধ হৃদয়াবেগ যখন প্রকাশ পেয়েছে তখন তার অবারিত গতি অদম্য হয়ে উঠেছে কাহিনী কাঠামোয়। তাই স্থান কাল পাত্র ভুলে অমলের সঙ্গে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা বা গভীরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে বাগান সৃজনের পরিকল্পনা বা সাহিত্যচর্চার সূত্র ধরে। আর এই সম্পর্কের গভীরতার সূত্র ধরেই এসেছে অধিকারবোধ। কিন্তু সমাজ নির্দিষ্ট সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেই অধিকারবোধের রূপটি যেভাবে স্বীকৃতি পায় অনির্দেশ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেই স্বীকৃতি বা অনুধাবনের ব্যাপারটি সহজ বা স্বাভাবিক নয়। তাই চারুর হৃদয়াবেগ এই পর্যায়ে এসে বারংবার আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। কাহিনীর এই মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা সৃষ্টিতে অপ্রধান বৃত্তের চরিত্রগুলি অনুঘটকের কাজ করেছে বলা যেতে পারে। উমাপদ ও মন্দাকিনী একেবারে নিজস্ব স্বার্থেই অর্থবান আত্মীয় ভূপতির সংসারে পাকাপাকিভাবে স্থান দখল করে। উমাপদর প্ররোচনা প্রবঞ্চনা ও শঠতার কারণে একদিকে যেমন ভূপতির সঙ্গে চারুর সম্পর্কের দূরত্ব ক্রমশ বেড়েছে তেমনি ব্যবসার ক্ষেত্রে আকাঙ্ক্ষিত যশ ও খ্যাতির পরিবর্তে সর্বস্বান্ত হয়েছে ভূপতি। অন্যদিকে মন্দাকিনী চারু ও আমলের সহজ স্বাভাবিক বন্ধুত্বের মাঝখানে তৃতীয় চরিত্র হিসেবে প্রবেশ করে চারু চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকে পাঠকের কাছে স্পষ্ট করে তোলে। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে মন্দাকিনী না থাকলে চারুকে যেমন কঠিন জীবন জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হতে হতো না ,তেমনি অমলের উপর তার অধিকার বোধের তীব্রতাও তার নিজের কাছে এত স্পষ্ট হয়ে উঠতো না। এই অধিকারবোধের তীব্রতা এতটাই স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে যে অমল সচকিত হয়ে উঠেছে এবং নিদারুণ সর্বনাশ ও

ভাঙ্গনের হাত থেকে সবকিছুকে রক্ষা করার জন্য সে তৈরি করেছে চারুর সঙ্গে চিরকালীন দূরত্ব। সে ভেবেছে হয়তো এই দূরত্বের মাধ্যমে চারু ও ভূপতির সংসারের ভাঙ্গা হাল মেরামত হবে। কিন্তু বাস্তবে ভূপতি বা চারু কেউই একে অন্যের মনের ঠিকানা পায়নি। আসলে প্রতিটি মানুষের এক অন্তর সত্তা রয়েছে। সেই সত্তা বা মন প্রচলিত ন্যায় নীতি বা সামাজিক অনুশাসন মেনে চলেনা। তা যেমন আবেগকে আশ্রয় করে চলে তেমনি নিজের Instinct বা প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। এই প্রবৃত্তি অত্যন্ত রহস্যময় ও অনিয়ন্ত্রিত। তাই এই প্রবৃত্তির তাড়নার বশবর্তি হয়ে চারুলতা যখন ভূপতিকে ছলনা বা প্রবঞ্চনা করে তখন আধুনিক মনস্ক পাঠক তাকে কেবলমাত্র অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বিচার করতে পারে না। চারুর জায়গায় নিজেকে রেখেই পাঠককে বিচার করতে হয়। অন্যদিকে নিঃস্ব- রিক্ত ভূপতির অন্তিম অনুভব ও জিজ্ঞাসাও পাঠকের কাছে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে -

> 'অমলের বিচ্ছেদ স্মৃতি যে বাড়িকে বেষ্টন করিয়া জ্বলিতেছে চারু দাবানলগ্রস্ত হরিণীর মতো সে বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া পালাইতে চায়।'
>
> 'যে স্ত্রী হৃদয়ের মধ্যে নিয়ত অন্যকে ধ্যান করিতেছে বিদেশে গিয়াও তাহাকে ভুলিতে সময় পাইব না? নির্জন বন্ধুহীন প্রবাসে প্রত্যহ তাহাকে সঙ্গদান করিতে হইবে? সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যায় যখন ঘরে ফিরিব তখন নিস্তব্ধ শোক পরায়ণা নারীকে লইয়া সেই সন্ধ্যা কী ভয়ানক হইয়া উঠিবে।
>
> 'যে আশ্রয় চূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া গেছে তাহার ভাঙ্গা ইট কাঠগুলা ফেলিয়া যাইতে পারিব না, কাঁধে করিয়া বহিয়া বেড়াইতে হইবে?'
>
> '...না সে আমি পারিব না।'

এই বিচ্ছেদের আবহে গল্পের পরি সমাপ্তি। কিন্তু এতে তার ব্যাঞ্জনাময় জিজ্ঞাসার অন্ত হয় না। আসলে মধ্যযুগীয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিভু হিসাবে ভূপতির মনে যে সাধারণ সংস্কার ছিল- 'স্ত্রীর উপর অধিকার কাহাকেও অর্জন করিতে হয় না, স্ত্রী ধ্রুবতারার মতো নিজের আলো নিজেই জ্বালাইয়া রাখে - হাওয়ায় নেবে না, তেলের অপেক্ষা রাখে না।'- গল্পের অন্তিমে সেই সংস্কার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। ভূপতির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পাঠক সমাজও উপলব্ধি করেছে পরিবার, গোষ্ঠী, সমাজ, দেশ, রাষ্ট্র প্রভৃতি সমষ্টিগত ক্ষেত্রে ঐক্যরক্ষার জন্য যেমন সকলের সঙ্গে সকলের নিবিড় সমানানুভূতির বন্ধন বা সম্পর্ক দরকার তেমনই ব্যক্তির আত্মজিজ্ঞাসা বা আত্মসংকটের ক্ষেত্রে একান্ত ব্যক্তিক সম্পর্কগুলিও খুবই মূল্যবান। আর এখান থেকেই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আধুনিক যুগে পৌঁছে নারী- পুরুষের ব্যক্তিক সম্পর্ক আর প্রথানির্দিষ্ট থাকতে পারে না। তাই সেই সম্পর্ককেও যথোপযুক্ত ভাবে লালন করতে হবে, যত্ন করে রক্ষা করতে হবে। নতুবা পরিণতি হবে চূর্ণ- আশ্রয় ভূপতি ও চারুর মতই।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (নবম খন্ড)।

২. সিকদার, অশ্রুকুমার, রবীন্দ্র উপন্যাস, তার আধুনিকতা।

৩. রায়, নীহাররঞ্জন, রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা।

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।

৫. মজুমদার, উজ্জ্বল কুমার ও রায়, জ্যোতিপ্রসাদ, সম্পাদনা, ছোটগল্প বিকাশ পরিণতি ও উপলব্ধি।